গল্প: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্তমুখী নীলা ■ ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

তখন আমি সবেমাত্র এ কাজে নেমেছি। তোমার সাথে আলাপ হয়নি।

আসল গল্পটা বলো।

বেশ, তবে শোনো।
কলকাতায় হঠাৎ করে খুব হীরে জহরত চুরির ধুম পড়ে গেছিল। আজ এ দোকানে, কাল অন্য দোকানে।

জহরলাল হীরালাল, দত্ত কোম্পানি, এরকম বড় বড় দোকানে –
দিন পনেরোর মধ্যে প্রায় তিন চার লক্ষ টাকার হীরা জহরত লোপাট হয়ে গেল।

পুলিস জোর তদন্ত লাগিয়ে দিল।
তারপর একদিন, মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের বাড়িতে চুরি হল।

বল কি? উনি তো খুব বিখ্যাত মানুষ!!
হ্যাঁ। যেমন ধনী তেমনই দয়ালু লোক। ভাল ভাল জহরত সংগ্রহ করা তাঁর একটা শখ।
সতর্কতা, পাহারার অভাব ছিল না, তবু একদিন রাতে –

দুজন চৌকিদারকে অজ্ঞান করে চোর তাঁর বেশ কয়েকটা দামী জহরত নিয়ে পালাল।

তার মধ্যে একটা জহরত ছিল মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়। একটা – রক্তমুখী নীলা!
!
নীলাটাকে মহারাজ নিজের ভাগ্যলক্ষ্মী মনে করতেন।
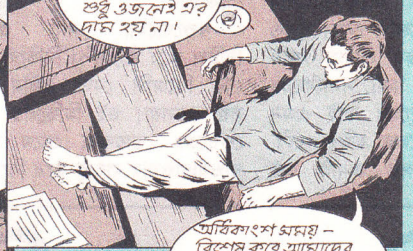
নীলার ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলছি। হয়তো তুমি জান –
না, না, আমার ওসব ব্যাপারে কোনও ধারনা নেই। তুমি বলো।
নীলা হীরে, তবে নীল হীরে। অন্য হীরের মত শুধু ওজনেই এর দাম হয় না।
অধিকাংশ সময় – বিশেষ করে আমাদের দেশে নীলার দাম ধরা হয় এর দৈবশক্তির ওপর।
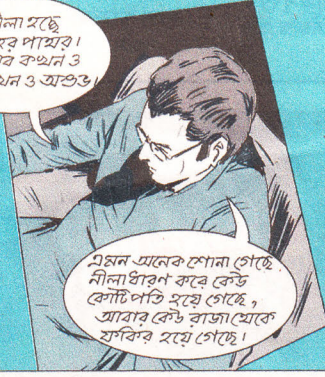
দৈবশক্তি!?
হ্যাঁ। নীলা হচ্ছে শনিগ্রহের পাথর। এর প্রভাব কখনও শুভ কখনও অশুভ।
এমন অনেক শোনা গেছে নীলা ধারন করে কেউ কোটিপতি হয়ে গেছে, আবার কেউ রাজা থেকে ফকির হয়ে গেছে।
সব নীলা সবার জন্য একই রকম ফল দেয় না। বিশেষ করে রক্তমুখী নীলা।

আশ্চর্য ব্যাপার তো!!
ঠিক তাই। আমি ভূত-প্রেত মারন – উচাটন বিশ্বাস করি না। কিন্তু –
রক্তমুখী নীলার অলৌকিক শক্তির ওপর আমারও অটল বিশ্বাস।
তারপর?

নীলা চুরি যাওয়াতে মহারাজ মহা হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন। ঘোষনা করলেন যে নীলা এনে দিতে পারবে তাকে দু হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন।
নীলা আমার চাই। যেভাবে হোক এনে দিতে হবে।
পুলিসের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা – নির্মলবাবু এ তদন্তের ভার নিলেন। খুব দক্ষ লোক।
কি জানিস, চটপট্ বলে দে। আমার ধৈর্য্য খুব কম।

তিনি তদন্ত হাতে নেবার সাতদিনের মধ্যেই চোর ধরা পড়ে গেল।
WANTED
কে? কে— চুরি করেছিল?
চোর আর কেউ নয়— এই রমানাথ নিয়োগী।
তার বাড়ি খানাতল্লাস করে সমস্ত চোরাই মাল বেরুল,
কেবল সেই রক্তমুখী নীলাটা পাওয়া গেল না।
!!

রমানাথের জেল হল। কিন্তু নীলার ব্যাপারে সে মুখ টিপে রইল। কিছু বলল না।
মহারাজ কিন্তু পুলিসের পেছনে লেগে রইলেন। নীলা তাঁর চাই।
মাস তিনেক পর নির্মলবাবু খবর পেলেন যে নীলাটা রমানাথের কাছেই আছে।
কয়েকজন কয়েদী নাকি দেখেছে।
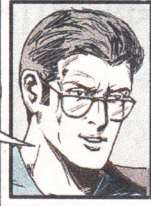
খবর পেয়েই তিনি রমানাথের 'সেলে' গিয়ে খানাতল্লাস করলেন।
কিন্তু লাভ হল না।
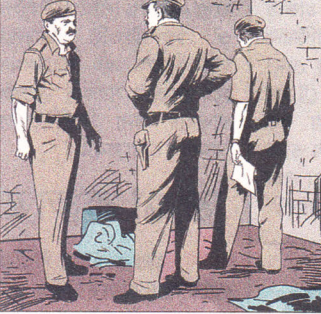
রমানাথ সেটাকে কোথায় সরিয়ে ফেলল কেউ খুঁজে বার করতে পারল না!

নীলাটা সেই থেকে একেবারে লোপাট। এখন পুলিস ও হাল ছেড়ে দিয়েছে।
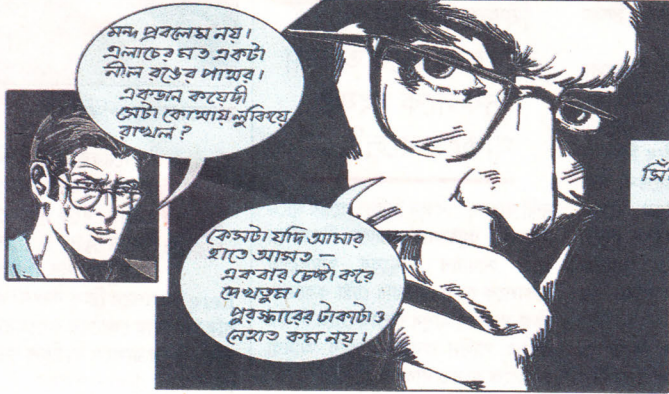
মন্দ প্রবলেম নয়। এলাচের মত একটা নীল রঙের পাথর। একজন কয়েদী সেটা কোথায় লুকিয়ে রাখল?
কেসটা যদি আমার হাতে আসত— একবার চেষ্টা করে দেখতুম। পুরস্কারের টাকাটাও নেহাত কম নয়।
তখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।
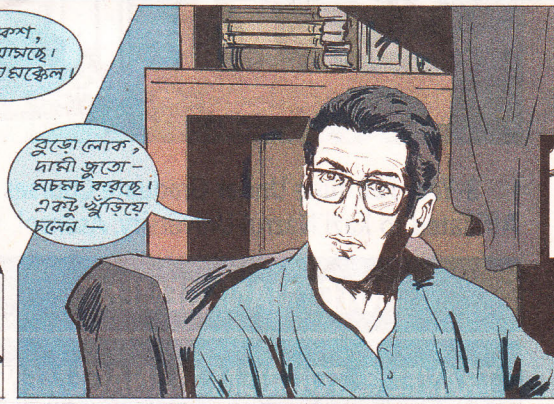
ব্যোমকেশ, লোক আসছে। বোধহয় মক্কেল।
বুড়ো লোক, দামী জুতো – মচমচ করছে। একটু খুঁড়িয়ে চলেন –
কি আশ্চর্য! অজিত!!
জানলা দিয়ে দেখোতো একটা প্রকাণ্ড রোলস রয়েস দাঁড়িয়ে আছে কি না?
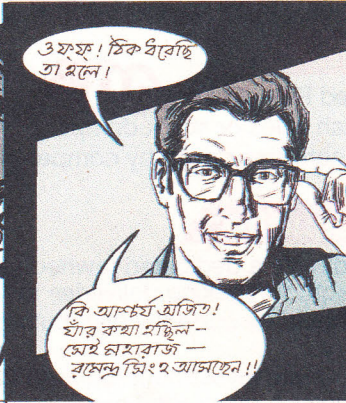
হ্যাঁ! আছে তো।
ওফ্‌ফ্‌! ঠিক ধরেছি তা হলে।
কি আশ্চর্য অজিত! যাঁর কথা হচ্ছিল – সেই মহারাজ – রমেন্দ্র সিংহ আসছেন!!
মহারাজ কেন আসছেন জান?
জানি। কাগজে পড়েছি। তাঁর সেক্রেটারি সম্প্রতি খুন হয়েছে – হয়তো সেই বিষয়ে –

টক-টক
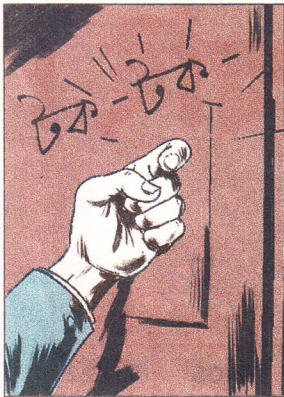
আসুন মহারাজ।
!!

আমি আসব – আপনি কি আগে থেকেই অনুমান করে রেখেছিলেন?

আপনার সেক্রেটারির মৃত্যুর কোনও কিনারা যখন পুলিস করতে পারল না, তখন আশা হয়েছিল হয়তো আমাকে স্মরণ করবেন।
!!

হ্যাঁ, আজ পাঁচদিন হয়ে গেল। পুলিস তো কিছুই করতে পারল না।
যদিও হরিপদ খুব একটা সাধু লোক ছিল না।
!?

মাফ করবেন। হরিপদ সাধু লোক ছিল না কেন বলছেন?

!
আগে সে দাগী আসামী ছিল। অনেকবার জেল খেটেছিল। শেষবার —

দয়া করে সব কথা গোড়া থেকে বলুন। মনে করুন আমরা কিছু জানি না। তাতে ব্যাপারটা বোঝার সুবিধা হবে।
বেশ। তাই বলছি।
প্রায় মাস ছয়েক আগের কথা হবে, ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হরিপদ প্রথম আমার কাছে এল।
বললে - আগের দিন সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

আমি যদি তাকে সৎপথে চলার একটা সুযোগ দিই, তাহলে সে আর বিপথে যাবে না।
তার কথা শুনে দয়া হল।
কি কাজ করতে পার?
বেশি লেখাপড়া করার সুযোগ পাইনি। তবে — সর্টহ্যান্ড - টাইপিং টা শিখেছিলাম।

ওকে দেখেই কেমন মায়া হয়েছিল, তাই টাইপিস্টের দরকার না থাকলেও ওকে রেখে দিলাম।

হরিপদর আত্মীয় বলতে কেউ ছিল না।
কাছেই একটা বাসা ভাড়া করে সে থাকল।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখলুম, লোকটা অসাধারণ কর্মপটু আর বুদ্ধিমান।

সব কাজ এমন গুছিয়ে করে রাখে যে কারুর কিছু বলবার থাকে না। মাস দুয়েকেই সে আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল।

এমন সময় আমার প্রাচীন সেক্রেটারি অবিনাশবাবু মারা গেলেন।
তাঁর জায়গায় হরিপদকে নিযুক্ত করলাম।

তারপর থেকে গত চারমাস ধরে হরিপদ সব কাজ খুব দক্ষতার সঙ্গেই করে এসেছে।
কখনও কোনও ত্রুটি হয়নি।
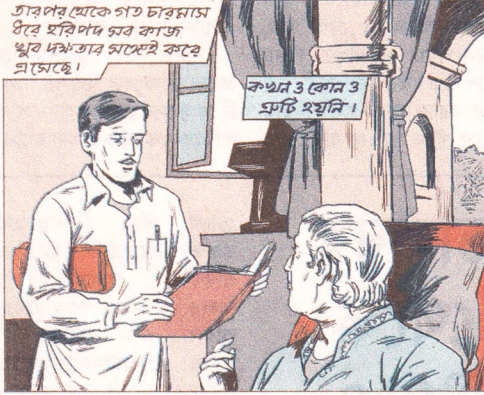
হঠাৎ গত মঙ্গলবার একটা এমন ব্যাপার ঘটল যা অভাবনীয়।
সকালবেলা খবর পেলুম হরিপদ খুন হয়েছে।

তার বাসায় গিয়ে দেখলুম –

হত্যাকারি তার গলাটা এমন ভয়ঙ্করভাবে কেটেছে যে ভাবতেও আতঙ্ক হয়।

নলীটা কেটে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে – – উ-ফ্-ফ্- !!
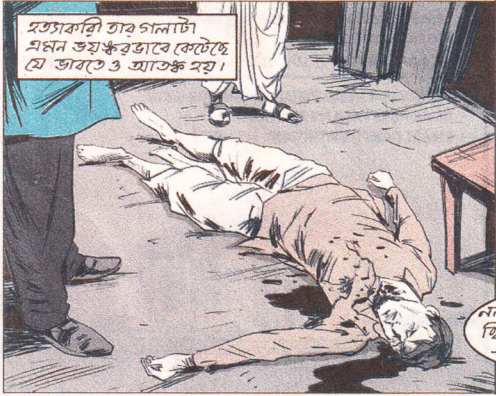
তার দেহে আর কোথাও আঘাত ছিল না ?

ছিল। তার বুকে একটা ছুরির আঘাত ছিল। ডাক্তার বল্লেন ঐ আঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছে।

অর্থাৎ হত্যাকারী প্রথমে তার বুকে ছুরি মেরে তাকে আহত করে, তারপর তার গলা ঐ ভাবে ছিন্নভিন্ন – – ওফ্ফ্-! কি ভয়ঙ্কর!
কিছুক্ষণ আর কথা হল না।
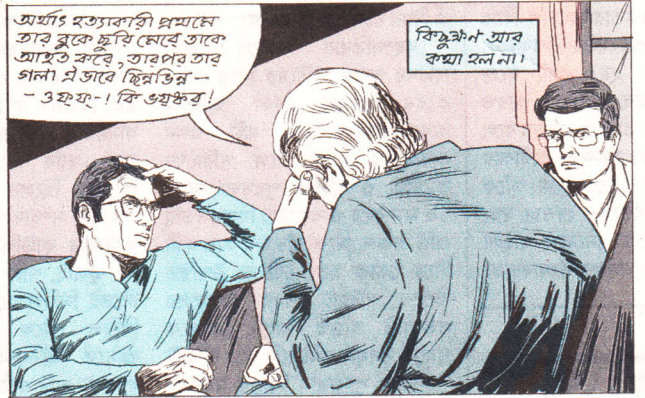
ব্যোমকেশের চোখ ক্রমশ: অর্ধ-মুদিত হয়ে এল।
বুঝলাম – সে কিছু পেয়েছে।
আমি যা জানি আপনাকে সব বললুম।
এখন আমার ইচ্ছে, পুলিস যা পারে করুক, সেই সঙ্গে আপনি আমার পক্ষ থেকে কাজ করুন।
আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?
কিছু না। পুলিসের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। আপত্তি কিসের?

আচ্ছা – মৃত্যুর দু চারদিন আগে হরিপদর আচার ব্যবহারে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলেন?
হ্যাঁ – দেখেছিলুম। একদিন সকালবেলা কাজ করতে করতে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে।
তার ভাব দেখে মনে হয়েছিল, কোন কারনে সে ভারি ভয় পেয়েছে।
সে সময় আশেপাশে আর কেউ ছিল না?

সে সময় আমি কতকগুলো ভিক্ষার্থীর আবেদনপত্র দেখছিলুম।
খুব সম্ভব একজন ভিক্ষার্থী তখন সেখানে ছিল।
তার সামনেই হরিপদ অসুস্থ হয়ে পড়ে?

যাক। আর কিছু? অন্য কোনও বিশেষ ঘটনা?

হ্যাঁ।
আর একটা কথা মনে পড়ছে।

আমার নীলা চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা বোধহয় জানেন?
জানি বৈকি। দু হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষনা করেছিলেন।

যদিও পুরস্কারের ব্যাপারটা এখনও বলবৎ আছে কি না জানি না।
ঠিক এই প্রশ্নটাই হরিপদও একদিন আমাকে করেছিল!

তখন সে আমার টাইপিস্ট, সবেমাত্র কাজে ঢুকেছে। একদিন হঠাৎ বললে—
মহারাজ, আপনার চুরি যাওয়া নীলা ফিরে পেলে আপনি কি দু হাজার টাকা এখন ও দেবেন?
আমি একটু অবাক হয়েছিলাম!
কারণ এতদিন পরে নীলা ফিরে পাবার কোন ও আশাই ছিল না।

আপনি তখন হরিপদকে কি বললেন?

বললাম, যদি নীলা ফিরে পাই নিশ্চই দেব।
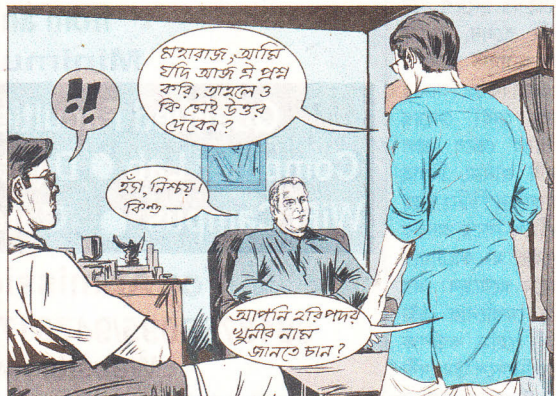
মহারাজ, আমি যদি আজ ঐ প্রশ্ন করি, তাহলে ও কি সেই উত্তর দেবেন?
!!
হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু—
আপনি হরিপদর খুনীর নাম জানতে চান?
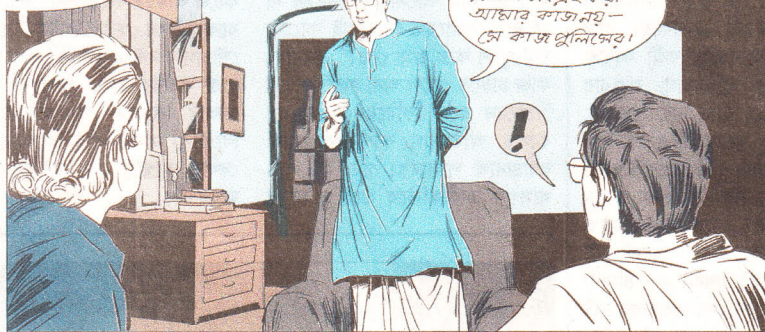
কি বলছেন!? আপনি জানেন খুনীর নাম?
জানি। তবে তার বিরুদ্ধে প্রমান সংগ্রহ করা আমার কাজ নয়— সে কাজ পুলিসের।
!

আমি শুধু তার নাম বলে দেব। তারপর প্রমান বার করা খুব শক্ত হবে না।

এ তো ভেল্কিবাজির মত মনে হচ্ছে! আপনি কি করে তার নাম জানলেন?

অনুমান মাত্র। তবে— অনুমান মিথ্যে হবেনা। হত্যাকারীর নাম— রমানাথ নিয়োগী!
র-মা-নাথ! নামটা খুব চেনা চেনা লাগছে যেন!!
লাগারই কথা। ইনিই আপনার নীলা চুরি করে জেলে গেছিলেন।

ও-ও-ও-! মনে পড়েছে। কিন্তু সে কেন হরিপদকে -?
কেন খুন করল? তাই তো? পুরনো কয়েকটা নথি ঘাঁটলেই সেটা বেরুবে।

আজ বিকেল চারটের সময় যদি দয়া করে আবার আসেন তাহলে সব জানতে পারবেন। আর নীলাটাও হয়তো ফিরে পেতে পারেন। আমি ব্যবস্থা করছি।

মহারাজকে বিদায় দিয়ে ব্যোমকেশ নিজে তৈরী হতে লাগল।
তুমি আবার কোথায় চললে?
বেরুতে হবে। জেলের কিছু পুরনো কাগজপত্র দেখা দরকার।

অন্য কাজও আছে। কখন ফিরব ঠিক নেই। হোটেলে খেয়ে নেব।

ব্যোমকেশ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল

যখন ফিরে এল তখন বেলা প্রায় তিনটে।
অজিত - পুঁটিরামকে চট করে কিছু খাবার করতে বল। কিছু খাওয়া হয়নি।
পুঁটিরা-ম।
আজ ম্যাটিনি - ঠিক চারটের সময় অভিনয় আরম্ভ হবে।
সেকি! কিসের অভিনয়?
ভয় নেই - এই ঘরেই অভিনয় হবে। দর্শকের জন্য আরও গোটাকয়েক চেয়ার এ ঘরে আনিয়ে রেখ।
!!

খেতে খেতে ব্যোমকেশ সারাদিন কি করেছে বলতে লাগল।
জেল ডিপার্টমেন্টের অফিসে আমার এক বন্ধু আছে। প্রথম তার কাছে গেলুম। পুরনো রেকর্ড দেখলুম।

তারপর গেলাম বিধুবাবুর কাছে। হরিপদর খুনটা তারই এলাকায় পড়ে।
অনেক তেল দিয়ে শেষে কাজটা হল।

কিন্তু কাজটা কি তাই তো বুঝতে পারছি না।
রমানাথকে গ্রেপ্তার করা।

তাকে গ্রেপ্তার করা গেল?
গেছে। কিন্তু তার ঘর খানাতল্লাস করে বিশেষ ফল হল না।
লোকটার লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা অসামান্য!!
তার মানে নীলা এখন ও অধরা?
হুমমম!
তাহলে এখন কি করবে?
অভিনয় করব। রমানাথের কুসংস্কারে ঘা দিয়ে দেখব।

না ও। সময় হয়ে এল। এবার সবাই এসে পড়বে।
সবাই মানে? মহারাজ ছাড়া আর ও কেউ?
মহারাজ, দারোগা বিধুবাবু, আর~
রমানাথ নিয়োগী।
!?
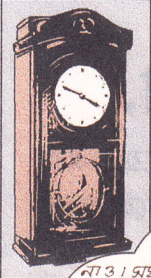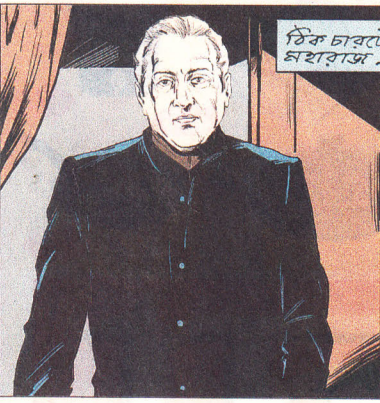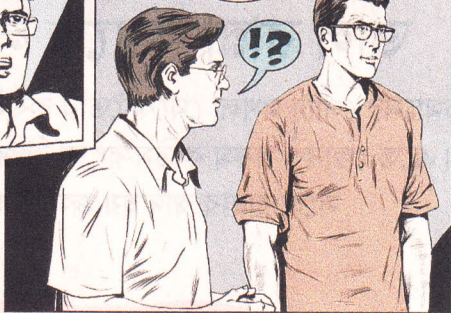
ঠিক চারটের সময় মহারাজ এলেন।
তার কিছু পরেই বিধুবাবু আর রমানাথ।
মহারাজ, লোকটিকে চিনতে পারেন কি?

হ্যাঁ, পারছি। সেদিন এই লোকটাই ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিল।
বেশ। রমানাথ, তুমি এখানে বস। আপনারা সবাই এবার একটা গল্প শুনুন।
?!
কাল্পনিক গল্প নয়। সত্যি ঘটনা। যদি কোথাও ভুল বলে ফেলি রমানাথ শুধরে দিতে পারবে।

রমানাথ ছাড়া আরও একজন এ কাহিনী জানত, কিন্তু সে আজ আর বেঁচে নেই।

রমানাথ জেলে যাবার পর থেকেই বলছি। রমানাথ জেলে গেল, কিন্তু নীলা তার কাছেই ছিল।
কি করে সবার চোখ এড়িয়ে সে এটা করেছিল তা আমি জানি না। রমানাথ চাইলে বলতে পারে।

অত হীরা জহরত এর মধ্যে নীলাটাই কেন সে সঙ্গে রেখেছিল তা বলা মুশকিল।

মনে হয় নীলাটার একটা সম্মোহন শক্তি ছিল। তাই রমানাথ লোভ সামলাতে পারেনি।

রমানাথ হয়তো পাথরটাকে খুব পয়মন্ত ভেবেছিল। দুর্নিয়তি যখন মানুষের সঙ্গ নেয়, তখন সে তাকে বন্ধু বলে ভুল করে।

কিছুদিন পর পুলিস জানতে পারল নীলাটা রমানাথের কাছেই আছে।
!

যথাসময়ে রমানাথের 'সেল' খানাতল্লাস হল। সেই সেলে আর একজন কয়েদী ছিল, তাকেও সার্চ করা হল।

কিন্তু নীলা পাওয়া গেল না। তাহলে কোথায় গেল নীলাটা?
???
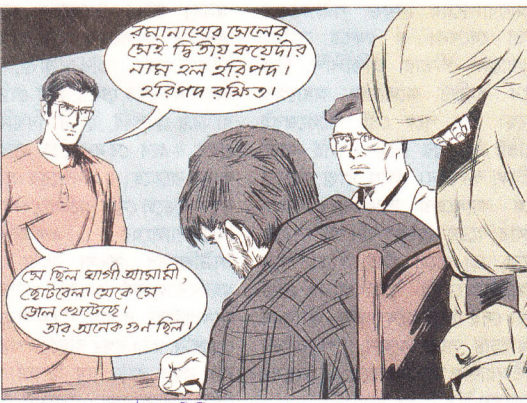
রমানাথের সেলের সেই দ্বিতীয় কয়েদীর নাম হল হরিপদ। হরিপদ রক্ষিত।
সে ছিল ঘাগী আসামী, ছোটবেলা থেকে সে জেল খেটেছে। তার অনেক গুন ছিল।
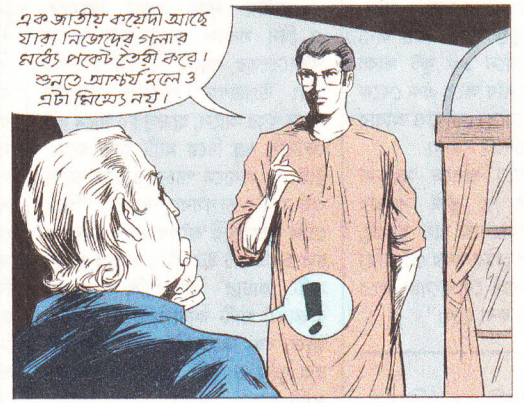
এক জাতীয় কয়েদী আছে যারা নিজেদের গলার মধ্যে পকেট তৈরী করে। শুনতে আশ্চর্য হলেও এটা মিথ্যে নয়।
!

জেলে টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়া যায় না। অথচ এই কয়েদীরা বেশিরভাগ নেশাখোর।

ওয়ার্ডারদের ঘুষ দিয়ে বাইরে থেকে নেশার জিনিস আনাতে গেলে সঙ্গে টাকা থাকা দরকার।
গলায় পকেট করার ফন্দি এইজন্যই চালু হয়েছে।
প্রবীন পুলিস কর্মচারীরা এটা অনেকেই জানেন।

হরিপদর ও গলায় পকেট ছিল। রমানাথ সেটা কোনও ভাবে জেনেছিল।

পুলিস যখন তার সেল সার্চ করতে এল সে দেখল নীলাটাকে আর লুকিয়ে রাখা যাবে না।

হরিপদ নীলাটা গিলে ফেলল। সেটা তার কণ্ঠনালীর মধ্যে গিয়ে রয়ে গেল।
সে হরিপদকে সব খুলে বলল। নীলাটাকে তার গলার মধ্যে লুকিয়ে রাখার জন্য।
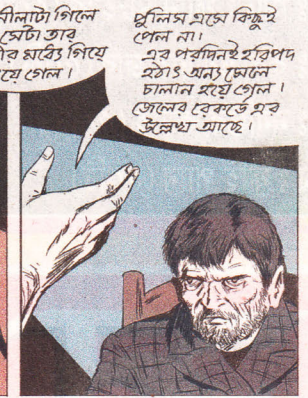
পুলিস এসে কিছুই পেল না।
এর পরদিনই হরিপদ হঠাৎ অন্য সেলে চালান হয়ে গেল। জেলের রেকর্ডে এর উল্লেখ আছে।

আর নীলা? সেটা কি হল?
এইবারেই শুরু হল নীলার আসল খেলা। অশুভ খেলা।
হরিপদ নীলাটা রমানাথকে দিতে চাইল না।
সে রমানাথের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল।
অন্য জেলে যাবার আগে হরিপদ নীলাটা রমানাথকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল না। রমানাথ কিছু বলতে পারল না। চোরের মায়ের কান্না কেউ শুনতে পায় না।
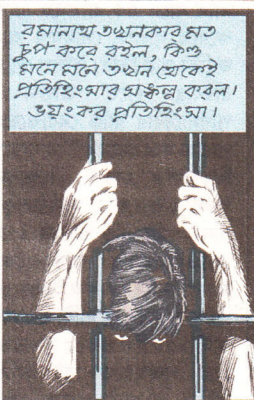
রমানাথ তখনকার মত চুপ করে রইল, কিন্তু মনে মনে তখন থেকেই প্রতিহিংসার সঙ্কল্প করল। ভয়ংকর প্রতিহিংসা।

তারপর একসময় হরিপদ জেল থেকে ছাড়া পেল। বেরিয়েই সে প্রথম মহারাজের কাছে এল।
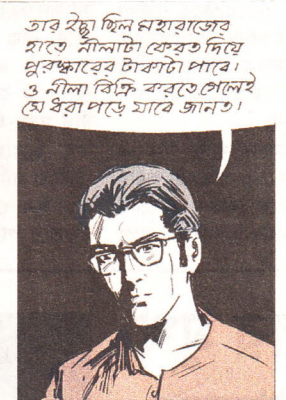
তার ইচ্ছা ছিল মহারাজের হাতে নীলাটা ফেরত দিয়ে পুরস্কারের টাকাটা পাবে। ও নীলা বিক্রি করতে গেলেই সে ধরা পড়ে যাবে জানত।

কিন্তু প্রথম থেকেই মহারাজ তার সাথে এমন সদয় ব্যবহার করলেন যে সে ভারি লজ্জায় পড়ে গেল।

তবু সে একবার নীলার কথাটা মহারাজের কাছে তুলেছিল। কিন্তু তার দিন ঘনিয়ে এসেছিল।

এইবার রঘুনাথ জেল থেকে বেরুল।
হরিপদ। তোকে আমি ছাড়ব না।

হরিপদ কোথায় তা রঘুনাথ জানত না। কিন্তু এমনি দৈবের খেলা যে,
কদিন যেতে না যেতেই মহারাজের বাড়িতে তার দেখা পেয়ে গেল।

রঘুনাথকে দেখেই হরিপদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।
বুঝেছিল এবার রেহাই নেই।

রঘুনাথের প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।
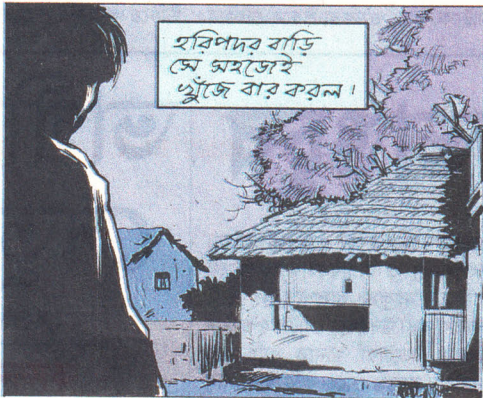
হরিপদর বাড়ি সে সহজেই খুঁজে বার করল।

তারপর সেদিন রাত্রে গিয়েই –
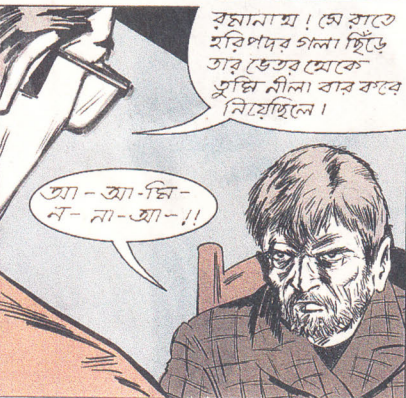
রঘুনাথ! সে রাতে হরিপদর গলা ছিঁড়ে তার ভেতর থেকে তুমি নীলা বার করে নিয়েছিলে।
আ – আ - মি – ন – না - আ –!!

হ্যাঁ - নিয়েছিলে। সে নীলা কোথায়?
আ - আমি জানি না। হরিপদকে আমি খুন করিনি – !

হরিপদকে আমি খুন করিনি! হ-হরিপদ কার নাম আমি জানি না।
নীলা আমার কাছে নেই!
রমানাথ, তুমি জান না কী ভয়ানক অভিশপ্ত ঐ রক্তমুখী নীলা!

তুমি ওর মোহ কাটাতে পারছ না। ভেবে দ্যাখ,
যতদিন তুমি ঐ নীলা চুরি না করেছিলে, ততদিন তোমাকে কেউ ধরতে পারেনি।

নীলা চুরি করেই তুমি জেলে গেলে। তারপর হরিপদ! তার পরিনামটাও একবার ভেবে দ্যাখ।
!?

!!!
যে গলার মধ্যে নীলা লুকিয়েছিল, তার গলার কী অবস্থা হয়েছিল তা তোমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।

এখন ও যদি নিজের ভাল চাও, ঐ সর্বনাশা নীলা ফেরত দাও।

নীলা নয় - ও কেউটে সাপের বিষ। ও নীলা হাতে পরলে তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে। যদি গলায় পর, ঐ নীলা ফাঁসির দড়ি হয়ে চেপে বসবে।
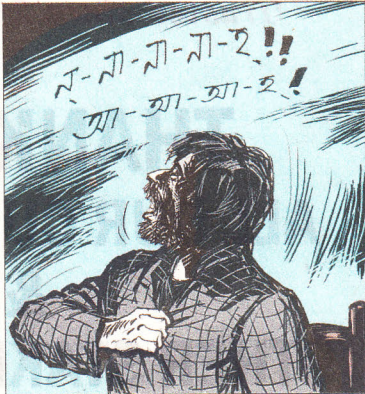
ন-না-না-না-হ!!
আ-আ-আ-হ!

ও-ও-ও-হ-!! চাই না! চাই না! এই নাও নীলা! আমাকে বাঁচা-ও!

রমানাথ তার কোটের বোতামটা ছিঁড়ে ঘরের কোনে ফেলে দিল।

রমানাথ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল
রমানাথের নিক্ষিপ্ত বোতামটা ঘরের কোনে পড়েছিল।
বোতামটার খোলস ছাড়াতে ছাড়াতে ব্যোমকেশ বলল
মহারাজ, এই নিন - আপনার রক্তমুখী নীলা।